রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
পরিবেশ শাখা
নগর ভবন, রাজশাহী
বৎধলংযধযর.ঢ়ড়ৎঃধষ.মড়া.নফ

রাসিক কল সেন্টার
হেল্পলাইন নম্বর-১৬১০৫

<u>রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির গত ১৮ জানুয়ারী ২০২৪, ১ম তম সভার কার্যবিবরণী:</u>

সভাপতি : জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৪, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ : ১৮ জানুয়ারী ২০২৪ খ্রি. দুপুর ২.৩০ ঘটিকা, স্থানঃ সরিৎদত্ত সভা কক্ষ।
সভায় উপস্থিত পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ নিম্নরূপ:
১। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৪ ও সভাপতি, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
২। জনাব মোঃ শাহাদত আলী শাহু সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭ ও সদস্য, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
৩। জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২০ ও সদস্য, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
৪। জনাব মোঃ আরমান আলী সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৪ ও সদস্য, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
৫। জনাব মোঃ নূর ইসলাম প্রধান প্রকৌশলী ও সদস্য সচিব, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি মহানগরীর পরিবেশ উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং সবুজায়ন কার্যক্রম নিয়মিত সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে এ সভা আয়োজন করে। সভার আলোচনা, পর্যালোচনা, ও সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও প্রস্তাব	গৃহীত সিদ্ধান্ত
১	বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত।	পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মহোদয় সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সদস্যসচিব প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়কে সভা সঞ্চালনের জন্য অনুরোধ করেন। এ পর্যায়ে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় পরিবেশ শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের পরিচয় পর্ব এ মাঠপর্যায় থেকে শুরু করে কে কোথায় কাজ করেন তা সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি চলমান বৃক্ষরোপণের অগ্রগতি ও সার্বিক পরিচর্যা বিষয়ে উপস্থাপনের জন্য পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকর্তাকে বলেন। এ পর্যায়ে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকর্তা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে পরিবেশ শাখার মাঠপর্যায়ের কার্য্ক্রম তুলে ধরেন। ২০২৩ সালের জুন মাস হতে সভার পূর্বদিন পর্যন্ত স্থায়ী সৌন্দর্যবর্ধক গাছ প্রায় ৩৪,৪৯৯ টি গাছ রোপণ করা হয়েছে বিভিন্ন রাস্তার নতুন আইল্যান্ড, ফুটপাত, ত্রিভুজ চত্বরে এবং শীতকালীন বিভিন্ন প্রজাতির মৌসুমী ফুল গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে প্রায় ১,৭৭,০২০টি। গাছ রোপণের কাজ এখনো চলমান আছে। তিনি বলেন, শীতকালে কুয়াশাজনিত কারনে গাছের পাতায় ধুলা লেগে যায়। গাছে পানি দেওয়ার পাশাপাশি ধুলাযুক্ত পাতাও পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়। পরিবেশ শাখার ৫টি পানির গাড়ির মধ্যে ২টি পানির গাড়িতে সেলোমেশিন থাকায় গাছের ধুলা পরিষ্কার ও গাছে পানি দেওয়ার কাজ উভয়ই করা যায়। কিন্তু বাকি ৩টি পানির গাড়ি দিয়ে শুধু আইল্যান্ডে গাছের গোড়ায় পানি দেওয়া সম্ভব হয়। কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশেষ করে কাশিয়াডাঙ্গা-কাঠাঁলবাড়িয়া, ভদ্রা-নওদাপাড়া টার্মিনাল, বন্ধগেট-সিটি হাট, সপুরা ম্যাচ ফ্যাক্টরী সড়ক, কাজলা-খড়খড়ি, শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান চত্বর-নওহাটা, তালাইমারী- কাটাখালী নতুন রাস্তায় মহানগরীর আইল্যান্ড/ ফুটপাতের গাছের ধুলা পরিষ্কার ও পানি দেওয়া যায় এমন আরো অন্তত ৩টি পানির গাড়ি প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সভাপতি, প্যানেল মেয়র-০১ ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ পরিবেশ শাখার প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়ার বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন এবং	মহানগরীর নতুন সংস্কারকৃত সড়ক সমূহে দৃষ্টিনন্দন গাছ রোপণ এবং গাছে পানি দেওয়ার জন্য নতুন ৩টি পানির গাড়ি সংযুক্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও প্রস্তাব	গৃহীত সিদ্ধান্ত
		মহানগরীর নতুন সংস্কারকৃত সড়কসমূহে গাছে পানি দেওয়ার জন্য ৩টি নতুন পানির গাড়ি সংযুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেন। এছাড়া প্যানেল মেয়র-২ সম্মানিত কাউন্সিল (১৩) মোঃ আব্দুল মমিন মহোদয় বলেন মাননীয় মেয়র এ.এইচ.এম খায়রুজ্জামান লিটনের উদ্যোগে ও সঠিক দিক নির্দেশনায় ইতিমধ্যে দেশ ব্যাপী রাজশাহী মহানগরী আজ গ্রীন সিটি, ফুলের নগরী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। সবুজায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবেশ শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীরা দক্ষতার পরিচর্য রেখেছে। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহ রাখতে হবে।। সারা বছর যেন ফুল ফোটে থাকে এ রকম সৌন্দযবর্ধক গাছ রোপণ করার কথা বলেন। এছাড়া সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্যানেল মেয়র-১ জনাব নিযাম উল আযীম বলেন, মাননীয় মেয়র এ.এইচ.এম খায়রুজ্জামান লিটনের নানামূখী উদ্যোগ ও দিক নির্দেশনায় পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর শহর হিসেবে রাজশাহী দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। আমাদের এ সুনাম ধরে রাখতে সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। নগরীর নতুন সড়কসমূহে দৃষ্টিনন্দন গাছের চারা রোপন করতে হবে। তিনি মাননীয় মেয়র স্যারের পরিকল্পনা গুলো বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করার কথা বলেন।	
২	শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান কেন্দ্রীয় উদ্যান, শেখ রাসেল শিশু পার্ক এবং নওদাপাড়া শিশু পার্কে গাছ দ্বারা সৌন্দর্যবর্ধনের কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।	এ প্রসঙ্গে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকর্তা বলেন, দীর্ঘদিন সংস্কার ও উন্নয়ন কাজে বন্ধ থাকার পর পুনরায় উন্মুক্তকরনের পর শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান কেন্দ্রীয় উদ্যানে বিভিন্ন প্রজাতির সৌন্দর্যবর্ধক গাছ রোপণ করা হয়েছে এবং কাজটি চলমান আছে। শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান কেন্দ্রীয় উদ্যানে শীতকালীন বিভিন্ন প্রজাতির মৌসুমী ফুল গাছ প্রায় ৩৯,৩০০টি এবং শেখ রাসেল শিশু পার্কে ১০,২০০ টি রোপণ করা হয়েছে। এছাড়া শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান কেন্দ্রীয় উদ্যানে শীতকালীন ফুলের সময় শেষ হলে গ্রীষ্মকালীন/বর্ষাকালীন সৌন্দর্যবর্ধক গাছ রোপণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্যানেল মেয়র-০১ নিযাম উল আযীম মহোদয় বলেন, উক্ত স্থানের বাগানের চারদিকে মৌসুমী ফুল শেষে মিনি রঙ্গন, ড্রপ এলামুন্ডা রোপণ করা যেতে পারে। সেখানে যেন সারা বছর সবসময় ফুল দেখা যায় এমন গাছ রোপণের বিষয়ে সভায় সকলেই একমত পোষণ করেন। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় বলেন, নওদাপাড়া রাজশাহী শিশু পার্কে মাননীয় মেয়র মহোদয় কিছু বড় জাতীয় বৃক্ষরোপণের পক্ষে মত দিয়েছেন। পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সভাপতি মহোদয় বলেন, তিনি ইতিমধ্যে সম্মানিত কাউন্সিলর (১৯) তৌহিদুল হক সুমন সহ অন্যান্য কাউন্সিলরবৃন্দ শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান কেন্দ্রীয় উদ্যান, রাজশাহী শিশুপার্ক ও শেখ রাসেল পার্ক পরিদর্শন করেছেন এবং উক্ত স্থানসমূহের প্রস্ফুটিত ফুল গাছগুলি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। যা দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি রাজশাহী শিশু পার্কের পূর্ব দিকে ছায়াদানকারী ছাতিম, কাঠবাদাম, কদম ও অন্যান্য সৌন্দর্যবর্ধক গাছ রোপণ করার জন্য অভিমত প্রকাশ করেন।	রাজশাহী শিশুপার্কের পূর্ব দিকে ছায়াদানকারী বড় গাছ লাগানো এবং শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান কেন্দ্রীয় উদ্যানে শীতকালীন ফুল শেষে গ্রীষ্ম/বর্ষাকালীন সৌন্দর্যবর্ধক ফুলগাছ রোপণের সিদ্ধান্ত হয়।
৩	সিপাইপাড়া জেলখানার পিছনে বাঁধের স্লোপে সৌন্দর্যবর্ধন ও ফেন্সিং দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।	পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকর্তা বলেন, সিপাইপাড়া জেলখানার পিছনে বাঁধের স্লোপে সৌন্দর্যবর্ধন প্রয়োজন। এজন্য ফেন্সিং দ্বারা ঘিরে দিয়ে উক্ত জায়গায় কল্পনা তালাইমারী বাঁধের স্লোপের মতো বিভিন্ন প্রজাতির সৌন্দর্যবর্ধক ফুলের গাছ দিয়ে সবুজায়ন করলে দৃষ্টিন্দন হবে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকলেই সিপাইপাড়া জেলখানার পিছনে বাঁধের স্লোপে সৌন্দর্যবর্ধক ফেন্সিং দেওয়ার পর গাছ রোপণের বিষয়ে মত দেন এবং বর্ষার পূর্বেই ফেন্সিং শেষ করার পূর্বে অভিমত প্রকাশ করেন। মাননীয় মেয়র মহোদয়কে অবহিত করে আগামী বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই উক্ত স্থানের বাঁধের স্লোপের ফেন্সিং দেওয়ার বিষয়ে সুপারিশ গৃহীত হয়।	মাননীয় মেয়র মহোদয়কে অবহিত করে আগামী বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই সিপাইপাড়া জেলখানার পিছনে বাঁধের স্লোপে ফেন্সিং দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও প্রস্তাব	গৃহীত সিদ্ধান্ত
৪	শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান চত্বর হতে বিমানবন্দর সড়ক বিভাজকে গাছ রোপণের পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।	পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকর্তা বলেন, শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান চত্বর হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত রাস্তার আইল্যান্ডে রেলিং ও বিদ্যুতের পোল বসানোর সকল কাজ প্রায় শেষের পথে। উক্ত রাস্তাটি রাসিককে গাছ রোপণের জন্য অনুমতি দিলেই, মাননীয় মেয়র মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় ও পরিকল্পনায় সৌন্দযবর্ধক বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রোপণ করা হবে। গাছ রোপণের পরিকল্পনাটি মাননীয় মেয়র মহোদয়কে অবগত করে রোপণ করা হবে। শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান চত্বর হতে নওহাটা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ফেব্রুয়ারি মাস হতে বেড প্রস্তুত করার কাযক্রম শুরু করার জন্য বলা হয়। শ্রমিক স্বল্পতার কারণে উক্ত কাজটি সম্পাদন করতে গিয়ে অন্যান্য সড়কের পরিচর্যার কাজ সাময়িকভাবে বিঘ্ন ঘটতে পারে। এছাড়া পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সভাপতি মহোদয় ও উপস্থিত সকলেই মাননীয় মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় ও পরিকল্পনায় শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান চত্বর হতে নওহাটা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বেড প্রস্তুত করে গাছ রোপণ করার জন্য সুপারিশ করেন।	শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান চত্বর হতে নওহাটা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ফেব্রুয়ারি মাস হতে বেড প্রস্তুত করে বৃক্ষরোপণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৫	বিবিধ।	পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকর্তা বলেন, পূর্বে ২০১৯ সালে পরিবেশ শাখার কাজের পরিধি ছিল ২৪ কিমি, বর্তমানে যা বেড়ে হয়েছে ৪৭ কিমি। পরিবেশ শাখায় কিছু জনবল প্রয়োজন। কাজের সাইটে, দ্রুত যাওয়ার জন্য বিশেষ করে কাশিয়াডাঙ্গা-কাঠাঁলবাড়িয়া, ভদ্রা-নওদাপাড়া টার্মিনাল, বন্ধগেট-সিটি হাট, সপুরা ম্যাচ ফ্যাক্টরী সড়ক, কাজলা-খড়খড়ি, শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান চত্বর-নওহাটা, তালাইমারী- কাটাখালী নতুন রাস্তায় একটি আইস্যার ট্রাক প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্যানেল মেয়র-০১ নিযাম উল আযীম ও পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সভাপতি মহোদয় মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সাথে কথা বলে পরিবেশ শাখার জন্য কাজের পরিধ বৃদ্ধি পাওয়ায় জনবল, ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদানের জন্য সুপারিশ করেন।	পরিবেশ শাখায় কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রুত জনবল বৃদ্ধির ব্যাপারে সুপারিশ গৃহীত হয়।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কার্যাবলী সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সম্মানিত কাউন্সিলর , ওয়ার্ড নং-১৪
ও
সভাপতি
পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

স্বারক নং-৪৬.১২.০০০০.০০৬.০৬.০০৯.২২ তারিখঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেণর করা হলোঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সভাপতি/সদস্য/সদস্য ও সচিব/ সম্মানিত কাউন্সিলর/ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং.....পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
২। মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী,রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
৪। বাজেট কাম হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা,রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
৫। অফিস নথি।

মোঃ নূর ইসলাম
সদস্য সচিব
পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি
ও
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন